খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জাতীয় উদ্যান পালন মিশন

জাতীয় উদ্যানপালন মিশন দশম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় ১০০% ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় ও রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় উদ্যানজাত ফসলের এলাকা সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাক ও ফলনোত্তর নিয়ন্ত্রন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপনণ এবং রপ্তানীর জন্যে এই প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

একাদশ পরিকল্পনায় ভারত সরকারের আর্থিক অনুদান ৮৫% এবং রাজ্য সরকারের দেয় আর্থিক প্রদান ১৫% হারে বাস্তবায়িত হবে। এই প্রকল্পাধীন চোদ্দটি জেলা হল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উঃ ২৪ পরগণা, হুগলী, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর, দঃ ২৪ পরগণা, কোচবিহার, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া। নয়টি উদ্যানজাত ফসল - কমলা, আম, পেয়ারা, কলা, লিচু আনারস, কাজু বাদাম, ও পান, কন্দ জাতীয় মশলা আদা ও হলুদ, ভেষজ ঔষধি ও ফুল এই প্রকল্পের আওতাধীন।

	প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
১।	**উন্নতমানের বীজ বা চারা তৈরীর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।**		
	ক) উন্নতমানের বীজ / চারা তৈরী।		
১।	সরকারী ক্ষেত্রে আদর্শ নাসারী তৈরী।	১০০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা প্রতিটি নাসারীর জন্য।	প্রতিটি নাসারীর এলাকা ৪ হেঃ হওয়া দরকার।
২।	ব্যক্তিগত উদ্যোগে আদর্শ নাসারী তৈরী।	৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৩.১২৫ লক্ষ প্রতিটি নাসারীর জন্য। বিভিন্ন ফল, ফুল ও বাহারী গাছ এবং ওষধি গাছের চারা তৈরী করতে হবে।	প্রতিটি নাসারীর এলাক ১ হেঃ হওয়া দরকার।
৩।	ব্যক্তিগত উদ্যোগে আদর্শ নাসারী তৈরী	৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ১২.৫ লক্ষ টাকা প্রতিটি নাসারীর জন্য	প্রতিটি নাসারীর এলাকা ৪ হেঃ হওয়া দরকার।
	খ) টিসু কালচার ল্যাবরেটরির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।		
১।	সরকারী ক্ষেত্রে টিসু কালচার ল্যাবরেটরির উন্নয়ন।	১০০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা প্রতিটি ইউনিটের জন্য।	
২।	ব্যাক্তিগত উদ্যোগে টিসু কালচার ল্যাবরেটরির উন্নয়ন।	৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৭.৫ লক্ষ টাকা প্রতিটি ইউনিটের জন্য।	
৩।	ব্যাক্তিগত উদ্যোগে টিসু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন	৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ, ৫০ লক্ষ টাকা	
২)	**উদ্যানজাত ফসল চাষের এলাকা বৃদ্ধি ও নতুন বাগান তৈরী।**		
ক)	বহুবর্ষজীবী ফল চাষের এলাকা বৃদ্ধি। যেমন — আম, পেয়ারা, কমলালেবু	মূল খরচের ৭৫% অনুদান সর্ব্বোচ্চ ৩০,০০০.০০ টাকা / হেঃ। প্রথম বছরে অনুদানের ৬০% দ্বিতীয় বছরে ৭৫% গাছ জীবিত থাকলে অনুদানের ২০% এবং তৃতীয় বছরে ৯০% গাছ জীবিত থাকলে অনুদান শেষ ২০% টাকা পাওয়া যাবে।	একজন কৃষক সর্ব্বোচ্চ ৪ হেক্টর জমিতে ফল চাষের জন্য তিন বছরে সর্ব্বোচ্চ ২লক্ষ টাকা অনুদান পেতে পারে।
খ)	আনারস ও কলা চাষের এলাকা বৃদ্ধি।	মূল খরচের ৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৩৫,০০০.০০ টাকা হেঃ, প্রথম বছরে অনুদানের ৭৫%, দ্বিতীয় বছরে ৯০% গাছ জীবিত থাকলে অনুদানের ২৫% টাকা পাওয়া যাবে।	একজন কৃষক সর্ব্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে আনারস, কলা চাষের জন্য তিন বছরে সর্ব্বোচ্চ ৬০,০০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
গ)	টিসু কালচার কলা চাষের এলাকা বৃদ্ধি	মূল খরচের ৫০% অনুদান সর্ব্বোচ্চ ৫০,০০০.০০ টাকা / হেঃ প্রথম বছরে অনুদানের ৭৫%, দ্বিতীয় বছরে ৯০% গাছ বেঁচে থাকলে অনুদানের ২৫% টাকা পাওয়া যাবে।	
ঘ)	ডাঁটাসহ ফুল চাষের এলাকা বৃদ্ধি।	১। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ক্ষেত্রে মূল	প্রতিটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক সর্ব্বোচ্চ

	প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
	যেমন— গোলাপ, গ্ল্যাডিওলাস, ডাঁটাসহ রজনীগন্ধা, এ্যাস্টার, জারবেরা, কারনেশান, এন্থুরিয়াম, অর্কিড ইত্যাদি।	খরচের ৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৩৫,০০০.০০ টাকা / হেঃ অন্যান্য কৃষকের ক্ষেত্রে — ৩৩% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ২৩,১০০.০০টাকা / হেঃ	২ হেঃ জমিতে ডাঁটা সহ ফুল চাষের জন্য সর্ব্বোচ্চ ৭০,০০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে। প্রতিটি কৃষক সর্ব্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে কাটা ফুল চাষের জন্য সর্ব্বোচ্চ ৯২,৪০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
ঙ)	কন্দ জাতীয় ফুলের চাষের এলাকা বৃদ্ধি। যেমন —লিলি, রজনীগন্ধা, গ্ল্যাডিওলাস ইত্যাদি।	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ক্ষেত্রে — ৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৪৫,০০০.০০ টাকা / হেঃ অন্যান্য কৃষকের ক্ষেত্রে মূল খরচের ৩৩% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ২৯,৭০০.০০ টাকা / হেঃ	প্রতিটি কৃষক সর্ব্বোচ্চ ২ হেঃ জমিতে ফুল চাষের জন্য সর্ব্বোচ্চ ৯০,০০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে। প্রতিটি কৃষক সর্ব্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে ফুল চাষের জন্য সর্ব্বোচ্চ ১,১৮,৮০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
চ)	ঝুরো ফুল চাষের এলাকা বৃদ্ধি। যেমন — গাঁদা, জুঁই, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, মোরগঝুঁটি, দোপাটি, অপরাজিতা, জবা, গোল্ডেন রড, ক্যালেনডুলা, এন্থুরিয়াম জাতীয় মরসুমী ফুল।	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ক্ষেত্রে —৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ১২,০০০.০০ টাকা /হেঃ অন্যান্য কৃষকের ক্ষেত্রে মূল খরচের ৩৩% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ২৯,৭০০.০০ টাকা / হেঃ	প্রতিটি কৃষক সর্ব্বোচ্চ ২ হেঃ জমিতে ফুল চাষের জন্য সর্ব্বোচ্চ ২৪,০০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে। প্রতিটি কৃষক সর্ব্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে ফুল চাষের জন্য সর্ব্বোচ্চ ৩১,৬৮০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
ছ)	মশলা চাষের এলাকা বৃদ্ধি। যেমন — আদা, হলুদ, বিভিন্ন ওষধি ও সুগন্ধী গাছ।	মূল খরচের ৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ১১,২৫০.০০ টাকা / হেঃ	প্রতিটি কৃষক সর্ব্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে আদা / হলুদ চাষ করে সর্ব্বোচ্চ ৪৫,০০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
৩।	**পুরনো কমফলনদায়ী বাগানের পুনর্জীবিকরণ প্রকল্প।** যেমন — পুরনো আম বাগান, পুরনো কাজুবাদাম, ঘনবসতি তপশীল জাতি ও উপজাতিভূক্ত এলাকায়।	মূল খরচের ৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ১৫,০০০.০০ টাকা / হেঃ। ঘনবসতি তপশীল জাতি ও উপজাতিভূক্ত এলাকায়	একজন কৃষক সর্ব্বোচ্চ ২ হেঃ বাগানের পুনর্জীবিকরনের জন্য সর্ব্বোচ্চ ৩০,০০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।

	প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
৪।	**সেচের জলের উৎস সৃষ্টি।**		
	যেমন— পুকুর বা জলাধার তৈরী।	১০০% অনুদান, সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা / ইউনিট।	১ ইউনিট = সর্বোচ্চ কমান্ড এলাকা
৫।	**সুরক্ষিত চাষ**		
ক)	উচ্চ প্রযুক্তিযুক্ত গ্রীণ হাউস তৈরী।	৫০% অনুদান, সর্বোচ্চ ৪৬২.০০ টাকা থেকে ১৬২.৫০টাকা বর্গমিটার। ১ ইউনিট = ২০০-১০০০ বর্গমিটার	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ২ ইউনিট গ্রীণ হাউস তৈরী করতে পারবে।
খ)	ভূমির আচ্ছাদন বা মালচিং ব্যবহার।	মূল খরচের ৫০% অনুদান, সর্বোচ্চ ১০,০০০.০০ টাকা / হেঃ	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ২ হেঃ জমিতে মালচিং করার জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
গ)	এ্যাগ্রো সেড্ নেট (ছায়া জাল) ব্যবহার।	৫০% অনুদান, সর্বোচ্চ ১৫০-৩০০ টাকা টাকা / ইউনিট ১ ইউনিট - ২০০-১০০০ বর্গমিটার	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ১০০০ বর্গমিটার জমিতে সেড নেট ব্যবহার করার জন্য সর্বোচ্চ ১.৪ লক্ষ টাকা অনুদান পেতে পারে।
ঘ)	প্লাসটিকের টানেল বা সুড়ঙ্গ তৈরী।	৫০% অনুদান, সর্বোচ্চ ১৫,০০০.০০ টাকা / ইউনিট ১ ইউনিট - ৫০০ বর্গমিটার	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ২ হেঃ জমিতে প্লাসটিক টানেল করার জন্য সর্বোচ্চ ১৫,০০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
৬।	**উদ্যানজাত ফসলের সুসংহত রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ।**		
ক)	সুসংহত পদ্ধতিতে ফসলের রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ।	মূল খরচের ৫০% অনুদান, সর্বোচ্চ ১,০০০.০০ টাকা / হেঃ	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেঃ জমিতে সুসংহত পদ্ধতিতে রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রনের জন্য সর্বোচ্চ ৪,০০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
খ)	বায়ো কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপন। (সরকারী ক্ষেত্রে)	১০০% অনুদান, সর্বোচ্চ ৮০ লক্ষ টাকা / ইউনিট	
গ)	প্ল্যান্ট হেলথ্ ক্লিনিক স্থাপন। (সরকারী ক্ষেত্র)	১০০% অনুদান, সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা / ইউনিট	
ঘ)	ফসলের রোগ ও পোকা আক্রমণের পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন (সরকারী ক্ষেত্র)	১০০% অনুদান, সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা / ইউনিট	
ঙ)	লিফ্ টিসু অ্যানালাইসিস ল্যাবরেটরি স্থাপন। (সরকারী ক্ষেত্র)	১০০% অনুদান, সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা / ইউনিট	

	প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
৭।	**জৈব চাষ**		
ক)	জৈব চাষ / পদ্ধতিতে উদ্যানজাত ফসলের চাষ।	৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ১০,০০০.০০ টাকা / হেঃ	একজন কৃষক সর্ব্বোচ্চ ৪হেঃ জমিতে জৈব চাষের জন্য সর্ব্বোচ্চ ৪০,০০০.০০ টাকা অনুদান পেতে পারে।
খ)	কেঁচো সার উৎপাদন	৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৩০,০০০.০০ টাকা / ইউনিট	
৮।	**উদ্যানজাত ফসলের পরাগ সংযোগের**		
	সহায়তার জন্য মৌমাছি পালন।	৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ১৫০০.০০ টাকা একটি মৌমাছির চাকসহ বাক্স বসানোর জন্য।	
	মধু নিস্কাশন যন্ত্র		
	মধু নিস্কাশন যন্ত্র	৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৭০০০.০০ টাকা	
৯।	**মানব সম্পদ উন্নয়ন**		
ক)	প্রগতিশীল কৃষক, প্রযুক্তি সহায়ক, মালি, শিল্পোদ্যোগী ও সম্প্রসারণ আধিকারিকদের যথাযত প্রশিক্ষণ প্রদান।		
১০।	**উদ্যান পালনে যন্ত্রের ব্যবহার**		
ক)	প্রগতিশীল কৃষক, প্রযুক্তি সহায়ক, মালি, শিল্পোদ্যোগী ও সম্প্রসারণ আধিকারিকদের যথাযত প্রশিক্ষণ প্রদান।	যন্ত্রের প্রকারভেদে ৫০% অনুদানের পরিমান ১০,৫০০.০০ টাকা থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা।	
১১।	**ফলোনোত্তর পরিচর্যা**		
ক)	প্যাক হাউস (মোড়ক ঘর) স্থাপন।	মূল খরচের ৫০% অনুদান সর্ব্বোচ্চ ১.৫ লক্ষটাকা / ইউনিট।	প্রকল্প রূপায়ণে ব্যাঙ্ক ঋণের সহায়তা আবশ্যক।
খ)	বহুমুখী হিমঘর স্থাপন।	মূল খরচের ৪০% অনুদান সর্ব্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা / ইউনিট।	ঐ
গ)	নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের হিমঘর স্থাপন।	মূল খরচের ৪০% অনুদান সর্ব্বোচ্চ ৬৪০ লক্ষ টাকা / ইউনিট।	ঐ প্রকল্প রূপায়ণে ব্যাঙ্ক ঋণের সহায়তা আবশ্যক।

	প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
ঘ)	রেফ্রিজারেটেড ভ্যান / কন্টেনার	মূল খরচের ৪০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৯.৬ লক্ষ টাকা / ইউনিট।	প্রকল্প রূপায়নে ব্যাঙ্ক ঋণের সহায়তা আবশ্যক।
ঙ)	মোবাইল প্রি-কুলিং / প্রসেসিং ইউনিট। (ভ্রাম্যমান অগ্রিম ঠাণ্ডা / প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট)	মূল খরচের ৪০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৯.৬ লক্ষ টাকা / ইউনিট।	ঐ
চ)	উদ্যানজাত ফসলের সংগ্রহ, বাছাই শ্রেণীবিন্যাস কেন্দ্র স্থাপন।	মূল খরচের ৪০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৩.৭৫ লক্ষ টাকা / ইউনিট।	ঐ
ছ)	পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। (কম খরচের)	৫০% অনুদান, সর্ব্বোচ্চ ৫,০০০.০০ টাকা / ইউনিট।	ঐ

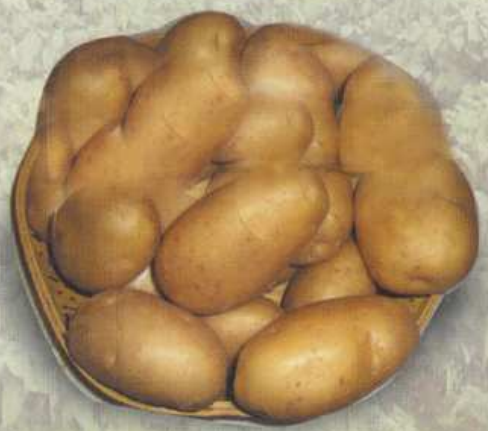

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ময়ূখ, বিধাননগর, লবণ হ্রদ, কোলকাতা - ৭০০ ০৯১

Phone : 033 2321 8239/2337 2918/2359 3884 Fax : 2359 3882

Dtd: 18/12/14
From: Dept of Food Processing & Horticulture